# বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ২৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

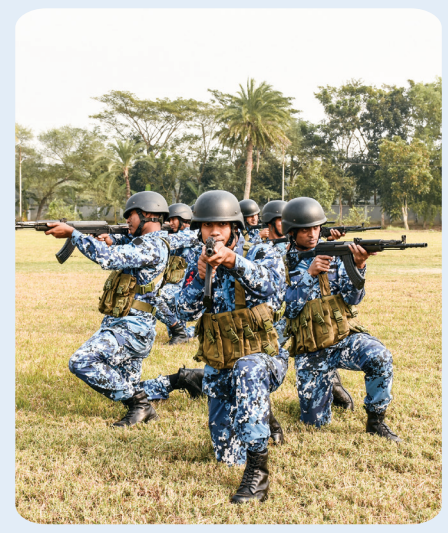

বিশেষ ক্রোড়পত্র ▪ ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ▪ বুধবার ▪ ০১ ফাল্গুন ১৪৩০

সহযোগিতায়: তথ্য অধিদফতর এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি

**রাষ্ট্রপতি**
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

০১ ফাল্গুন ১৪৩০
১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

## বাণী

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর ২৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও 'বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দিবস-২০২৪' উপলক্ষ্যে আমি এ বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

দেশের সমুদ্রচারী ও উপকূলীয় জনগণের কাছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড একটি অতি পরিচিত ও বিশ্বস্ত নাম। উপকূলীয় অঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা, চোরাচালান ও মানব পাচার প্রতিরোধ, মাদকের বিস্তার রোধসহ সামুদ্রিক সম্পদ রক্ষায় এ বাহিনী সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ চট্টগ্রাম বন্দরের বহিঃনোঙরে কোস্ট গার্ডের বলিষ্ঠ ভূমিকার ফলে বিগত বছরে চুরির ঘটনা শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে যা দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ইতিবাচক অবদান রাখছে। এছাড়া দেশের জাতীয় সম্পদ ইলিশ সংরক্ষণ ও সমুদ্রে সরকার ঘোষিত মৎস্য অভয়ারণ্য বাস্তবায়নেও কোস্ট গার্ড গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। আমি আশা করি, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর সদস্যগণ মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সততা, নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গঠনে কার্যকর অবদান রাখবেন।

সরকার কোস্ট গার্ডের আধুনিকায়নে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ২০৩০ সালের মধ্যে কোস্ট গার্ডকে একটি আধুনিক বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে এ বাহিনীর যান্ত্রিক ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। দেশের জলসীমায় নজরদারি বৃদ্ধি এবং উপকূলীয় এলাকার নিরাপত্তা বিধানে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর সদস্যগণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করবেন- এটাই সকলের প্রত্যাশা।

আমি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

**মোঃ সাহাবুদ্দিন**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী

**প্রধানমন্ত্রী**
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০১ ফাল্গুন ১৪৩০
১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

## বাণী

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর ২৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে আমি এ বাহিনীর সর্বস্তরের সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনী সুসংগঠিত হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় এ বাহিনীর সদস্যগণ নিজেরাই নৌকা ক্রয় করে শত্রুর মোকাবিলা করেছেন এবং সফলতার সঙ্গে 'অপারেশন জ্যাকপট' পরিচালনা করেছেন। জাতির পিতার পরামর্শে নারায়ণগঞ্জ ড্রাইডক অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ১৯৭২ সালে প্রথম যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণ করে। তিনি ১৯৭৪ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি 'The Territorial Waters and Maritime Zones Act' প্রণয়ন করেন। ফলে, নৌবাহিনীর তত্ত্বাবধানে দেশের নদ-নদী ও সমুদ্রের জলরাশিতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার হয়। এই আইনের উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে আমাদের সরকারের উদ্যোগে সমুদ্র বিজয় সম্ভব হয়।

আওয়ামী লীগ বিরোধী দলে থেকেও সুনীল অর্থনীতি এবং বাংলাদেশের সার্বভৌম জলসীমায় নিরাপত্তা জোরদার করার ওপর গুরুত্ব দিয়ে একটি বিশেষায়িত বাহিনী গঠনের লক্ষ্যে ১৯৯৪ সালে জাতীয় সংসদে 'বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বিল' উত্থাপন করে। উক্ত প্রস্তাবটি আইনে পরিণত হওয়ার মধ্য দিয়ে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষাকারী একটি বিকল্প বাহিনী হিসেবে 'বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড' প্রতিষ্ঠিত হলেও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের পর এ সংস্থাটি পূর্ণদ্যমে কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৯৬ সালে আমরা কোস্ট গার্ডকে ২টি টহল জাহাজ এবং ২টি রিলিফ বোট হস্তান্তর করি এবং ২০০১ সালে বিসিজিএস রূপসী বাংলা নামে একটি ইনশোর প্যাট্রোল ভেসেলকে কোস্ট গার্ডে কমিশন করি। তাছাড়া, সংস্থাটির অবকাঠামো স্থাপনের জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রদান করি।

২০০৮ সালের নির্বাচনে বিপুল জনসমর্থন নিয়ে সরকার গঠনের পর আমরা এ বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডকে শক্তিশালীকরণ', প্রশিক্ষণ ঘাঁটি নির্মাণ, সমুদ্রগামী জলযান সংগ্রহ/নির্মাণ, অবকাঠামো নির্মাণ/বর্ধিতকরণসহ এর সাংগঠনিক কাঠামোতে জনবল বৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করি। স্বল্প পরিসরে যাত্রা শুরু করে এ বাহিনী বিগত তিন দশকে পরিণত হয়েছে ৫১০২ জনের প্রশিক্ষিত বাহিনীতে, যার বহরে যুক্ত হয়েছে ২৮টি বিভিন্ন ধরনের জাহাজসহ সর্বমোট ১৭৯টি জলযান। গত ১৫ বছরে আমরা দেশের উপকূলীয় এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে কোস্ট গার্ড এর স্টেশন ও আউটপোস্টসমূহে কোস্টাল ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট সেন্টারসহ কর্মরত সদস্যগণের বাসস্থান, ব্যারাক ও প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ করেছি। পটুয়াখালীতে নিজস্ব প্রশিক্ষণ বেইস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কোস্ট গার্ড এর জনবলের প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধি করেছি, যা 'বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রা' নামে কমিশন করা হয়েছে। মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় একটি ডকইয়ার্ড নির্মাণ করছি। অফসোর প্যাট্রোল ভেসেল, ইনশোর প্যাট্রোল ভেসেল, টাগ বোট, ফ্লোটিং ক্রেন, হাই স্পিড বোটসহ বিভিন্ন আকারের ৭৭টি জলযান নির্মাণ করে সংযোজন করেছি। আমরা গত বছর কোস্ট গার্ডে ২টি ইনশোর প্যাট্রোল ভেসেল, ২টি টাগ বোট, ১টি ফ্লোটিং ক্রেন ও ১০টি হাই স্পিড বোট কমিশন করেছি। এছাড়া কোস্ট গার্ড এর অপারেশনাল কার্যক্রমকে শক্তিশালী ও বেগবান করার লক্ষ্যে দেশীয় শিপইয়ার্ডে ৪টি নতুন কোস্টাল প্যাট্রোল ভেসেল (সিপিভি) ও ৫টি রিভারাইন প্যাট্রোল ভেসেল (আরপিভি) নির্মাণের অনুমোদন দিয়েছি। পাশাপাশি একটি আধুনিক, শক্তিশালী ও স্মার্ট বাহিনীতে রূপান্তরের জন্য উন্নত প্রযুক্তির সমুদ্রগামী জাহাজ, হোভারক্র্যাফট, হেলিকপ্টার ও দ্রুত গতিসম্পন্ন বোট সংগ্রহের কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। আমরা পুরাতন আইনকে হালনাগাদ করে 'বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড আইন, ২০১৬' প্রণয়ন করেছি।

সুনীল অর্থনীতি ও গভীর সমুদ্রে নিরাপত্তা প্রদানের জন্য এ বাহিনীর রূপকল্প ২০৩০ ও ২০৪১ অনুযায়ী যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন, নিজস্ব জনবল নিয়োগের মাধ্যমে বাহিনী পুনর্গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। আমি আশা করি, এ বাহিনীর উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে বর্তমান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা চলমান থাকবে। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড আমাদের সরকারের 'রূপকল্প ২০৪১', 'সুনীল অর্থনীতি' ও 'বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' এবং জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা তথা স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে বিশেষ অবদান রাখবে। আমি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর প্রতিটি সদস্যকে দেশপ্রেম, সাহসিকতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করার জন্য আহ্বান জানাই।

আমি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর ২৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

**শেখ হাসিনা**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

## বাণী

**মন্ত্রী**
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর ২৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও 'কোস্ট গার্ড দিবস-২০২৪' উপলক্ষ্যে আমি এ বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজকের এই শুভক্ষণে আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যাঁর নেতৃত্বে আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা।

দীর্ঘ তিন দশকের পথ পরিক্রমায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দেশের উপকূলবর্তী জনসাধারণ ও সমুদ্রচারী জনগোষ্ঠীর নিকট আস্থা ও নির্ভরতার প্রতীক হিসেবে ইতোমধ্যে নিজেদের সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে এ বাহিনীর প্রতিটি সদস্য দেশের উপকূলীয় দুর্গম এলাকাসমূহ নদীপথ ও সমুদ্রসীমায় সার্বক্ষণিক উপস্থিতির মাধ্যমে জাতীয় নিরাপত্তা স্বার্থ নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। দেশের উপকূলীয় এলাকাসমূহসহ সমগ্র জলভাগে জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় এ বাহিনীর অবদান তাই অনস্বীকার্য। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডকে আরো যুগোপযোগী ও আধুনিকায়ণের লক্ষ্যে বাহিনীর বহরে ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি ইনশোর প্যাট্রল ভেসেল, টাগ বোট ও ফ্লোটিং ক্রেন সংযোজিত হয়েছে। অতি সম্প্রতি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর জন্য প্রায় ৫০ বছরের পুরাতন জাহাজের স্থলে ০৯টি প্রতিস্থাপক জাহাজ নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদনের মধ্য দিয়ে কোস্ট গার্ডের আধুনিকায়ণের জন্য এ যাবৎ কালের সর্ববৃহত্তম পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও এ বাহিনীতে অত্যাধুনিক সমুদ্রগামী জাহাজ, হোভারক্র্যাফট, হেলিকপ্টার ও উন্নত প্রযুক্তির দ্রুতগতি সম্পন্ন বোট সংযোজনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। পাশাপাশি যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত ও বেগবান করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এ বিদ্যমান সুবিধাদি ব্যবহার করে কোস্ট গার্ডে ভিস্যাটনেট প্রযুক্তি যুক্ত হতে যাচ্ছে যা বাহিনীর যোগাযোগ ও অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিশেষ অবদান রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডকে একটি দক্ষ, আধুনিক ও শক্তিশালী বাহিনী হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বর্তমান সরকার বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এছাড়াও বিদ্যমান কোস্ট গার্ড আইন পরিবর্তন ও পরিমার্জনের মাধ্যমে নতুন যুগোপযোগী আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়ে নিজস্ব জনবল নিয়োগ করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর নির্ভীক নাবিকগণ উপকূলীয় অঞ্চলসহ দেশের অভ্যন্তরীণ জলসীমায় সার্বক্ষণিকভাবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সমুদ্র ও নদী বন্দর সমূহের নিরাপত্তা প্রদান, সমুদ্রপথে মাদক পাচার রোধ, মানব পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধসহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় বিশেষ অবদান রেখে চলেছে। এছাড়াও, বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাসে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড জনগণের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

আমি আশা করি উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর প্রতিটি সদস্য সততা, শৃঙ্খলা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনে ব্রতী থাকবে। আমি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ২৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও কোস্ট গার্ড দিবস ২০২৪ সফল হোক।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

**(আসাদুজ্জামান খান, এমপি)**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

## বাণী

**মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর**
**নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা**

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ২৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং 'বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দিবস-২০২৪' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এই বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এই শুভক্ষণে আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে অর্জিত হয়েছে মহান স্বাধীনতা।

প্রতিষ্ঠার পর হতে বিগত ২৯ বছরে একটি আধা-সামরিক বাহিনী হিসেবে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দেশের সমুদ্রসীমার নিরাপত্তা প্রদানে বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে। যুদ্ধকালীন সময়ে এ বাহিনী নৌবাহিনীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমাদের মেরিটাইম এলাকার প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করবে। শান্তিকালীন সময়ে দেশীয় জলসীমায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাসহ, সমুদ্রবন্দরসমূহের নিরাপত্তা প্রদান, মাদক ও মানব পাচার রোধ, অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ ও অবৈধ মৎস্য শিকার রোধে এ বাহিনী প্রশংসনীয় অবদান রেখে চলেছে। বিশেষ করে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু চট্টগ্রাম বন্দরকে জলদস্যুতা মুক্ত করার মাধ্যমে নিরাপদ বন্দরে পরিণত করে দেশের বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে ব্যাপক গতির সঞ্চার করেছে। এছাড়াও জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের ভাসানচরে পুনর্বাসন সংক্রান্ত কার্যক্রমে বিশেষ অবদান রেখেছে।

বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার এ বাহিনীর গুরুত্বের কথা বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর জন্য যুগোপযোগী ও উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অসামান্য দূরদৃষ্টির ফলে দেশের প্রায় সমান আয়তনের যে জলসীমা আমরা পেয়েছি, সেখানে লুকিয়ে রয়েছে ব্যাপক সম্পদ ও সম্ভাবনা। দেশের স্থলভাগের সম্পদ যখন ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে, তখন সমুদ্রসম্পদই হতে পারে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের ভরসা। এই সম্পদের সুষ্ঠু সংরক্ষণ, অনুসন্ধান ও আহরণ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম সম্পাদনে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা প্রদানের মাধ্যমে কোস্ট গার্ড দেশের অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি আরো বিশ্বাস করি সরকারের অব্যাহত সহযোগিতায় রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডকে আরো শক্তিশালী ও আধুনিক বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

আমি আশা করি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর সদস্যগণ দক্ষতা, শৃঙ্খলাবোধ ও পেশাদারী মনোভাবে উজ্জীবিত হয়ে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে এ বাহিনীর মর্যাদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবেন। আমি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর অব্যাহত অগ্রযাত্রা এবং সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

**মেজর জেনারেল (অব:) তারিক আহমেদ সিদ্দিক**
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

## বাণী

**সিনিয়র সচিব**
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশের উপকূলীয় ও সামুদ্রিক জলসীমায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত "গার্ডিয়ান এ্যাট সী" বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর ২৯তম জয়ন্তী ও 'কোস্ট গার্ড দিবস-২০২৪' উপলক্ষ্যে আমি এ বাহিনীর সকল সদস্যদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। একই সঙ্গে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও মুজিব বর্ষের পথ-পরিক্রমায় শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। আরো স্মরণ করছি সকল শহিদ পরিবারবর্গ, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের এবং যাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে এ স্বাধীনতা।

জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা গণতন্ত্রের মানসকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে দুর্বার গতিতে। দেশের এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার স্বার্থে বাংলাদেশের জলসীমায় আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি মাদক ও মানব পাচার প্রতিরোধ, অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ, সন্ত্রাস প্রতিহতকরণ, মৎস্যসম্পদ রক্ষা ইত্যাদি কার্যক্রমে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এবং স্মার্ট বাংলাদেশের উপযোগী করে এ বাহিনীকে আরো আধুনিক, যুগোপযোগী, জনবান্ধব এবং মানবিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সরকারের সকল প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

এছাড়া এ বাহিনীর আধুনিকায়ণে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির জলযান, হোভারক্র্যাফট ও হেলিকপ্টার সংগ্রহের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। অতি সম্প্রতি বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইটের সুবিধা ব্যবহার করে এ বাহিনীর যোগাযোগ সক্ষমতা বর্ধনের জন্য ভিস্যাটনেট স্থাপন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এ বাহিনী আরো আধুনিক ও শক্তিশালী বাহিনী হিসেবে অর্পিত দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আশা করি নিষ্ঠা, সততা, দেশপ্রেম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এ বাহিনীর সদস্যগণ দেশের সুবিশাল সমুদ্র এলাকায় নিরাপত্তা, সমুদ্রসম্পদ রক্ষা ও সুনীল অর্থনীতিতে অবদান রাখাসহ সমুদ্র ব্যবহারকারীদের জানমাল রক্ষায় কার্যকর অবদান রাখবে।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর ২৯তম জয়ন্তী ও কোস্ট গার্ড দিবস-২০২৪ এর সার্বিক সফলতা এবং এ বাহিনীর সকলের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

**মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, বিপিএএ**
সিনিয়র সচিব

## বাণী

**মহাপরিচালক**
**বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড**

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর ২৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও 'বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দিবস-২০২৪' উপলক্ষ্যে আমি মহাপরিচালক হিসেবে এ বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আমি কোস্ট গার্ড দিবস ২০২৪ এর শুভলগ্নে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যাঁর সুযোগ্য দিকনির্দেশনা ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে আমরা অর্জন করেছি বহুকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একদিকে যেমন দেশের মেরিটাইম ভিশনের স্বপ্নদ্রষ্টা তেমনি তার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পন্নের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে সুবিশাল সমুদ্র এলাকা। তাই আমি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর মহাপরিচালক হিসেবে বাহিনীর সকল সদস্যদের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলভাগ ও বিস্তীর্ণ উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ২৯তম বছর অতিক্রম করেছে। ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকেই এ বাহিনীর সদস্যগণ অটুট মনোবল, অদম্য কর্মস্পৃহা, কঠোর পরিশ্রম ও পেশাগত উৎকর্ষের মাধ্যমে দেশ ও জনগণের আস্থার প্রতীক হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর দৃঢ় পদচারণায় দেশের সকল সমুদ্রবন্দরে নিরাপদ কর্মপরিবেশ বজায় রয়েছে যার সুফল ইতোমধ্যে দেশবাসী ভোগ করছে। পাশাপাশি বর্তমান সরকারের মাদকের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড সমুদ্র পথে মাদকদ্রব্য পাচার রোধে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে চলেছে। একই সঙ্গে, বাংলাদেশ সরকারের সুনীল অর্থনীতি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ও দেশের নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে এ বাহিনীর সদস্যগণ নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে। দেশের প্রতি আনুগত্যের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপনের মধ্য দিয়ে যে সকল অকুতোভয় কোস্ট গার্ড সদস্য বিগত সময়ে প্রাণ উৎসর্গ করেছেন তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। তাদের মহান আত্মত্যাগ আমাদের জন্য একই সঙ্গে শোকের ও গর্বের।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে বর্তমানে বাংলাদেশ অতিক্রম করছে উন্নয়নের এক স্বর্ণ যুগ। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের সুদক্ষ দিকনির্দেশনা এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

আমি আশা করি, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড তার ওপর অর্পিত সকল দায়িত্ব পালনে নিরলসভাবে সচেষ্ট থেকে দেশ ও জাতির কল্যাণে সর্বদা নিয়োজিত থাকবে। আমি কোস্ট গার্ড-এর সকল সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য ও কল্যাণ কামনা করছি।

মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের সহায় হোন।

জয় বাংলা, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

**মীর এরশাদ আলী**
রিয়ার এডমিরাল